OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 549 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 549 - 555
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনোত্তর যুগে নাট্যধারার প্রবহমানতা

ড. নিবেদিতা দিন্দা
স্যাক্ট-১, বাংলা বিভাগ
রঘুনাথপুর কলেজ, পুরুলিয়া
Email ID: n.dinda35@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Socio-political realism, Socio-economic disparities, leftist ideology, absurd drama, Impact of western drama, Progressive direction and acting.

Abstract

Bengali drama started its journey with translated Sanskrit and English dramas. In the forties drama was forceful weapon to fight against imperialism. For this purpose, Gananatya, later Nabanatya movement was launched. To facilitate natya movement some plays were written. Following Independence Bengali drama was adorned with new dimension. Novelty was found in themes, forms, styles and acting in the plays.

Dramatist Bijan Bhattacharya, Badal Sirkar, Utpal Dutta, Shambhu Mitra, Manoj Mitra, Mohit Chattopadhyay reflected their thoughts in new styles of their plays.

Dramatists shifted towards socio- political realism and leftist ideology. Events of history and mythology are also reflected in their plays. Socio-Economic disparities, unemployment problem, poverty and other problems of life have got reality in some plays. Utpal Dutta's 'Mrityur Atit' Sourin Sen's 'Suryahara' are mentionable in this regard.

Besides these, Badal Sirkar revolutionised Bengali drama through his works like 'Pagla Ghora' and 'Ebong Indrajit'. 'Mokabila' of Diginchandra Bandhopadhay, 'Chera Tar' of Tulsi Lahiri, 'Natun Yhudi' of Salil Sen, 'Rupali Chand' of Tarun Roy have focused on the real problems of contemporary life.

In the sixties some plays have reflected self-analysis. Manoj Mitra has shown this in his 'Nilkanther Bish' and 'Sajano Bagan'. 'Amrit Atit', 'Santal Bidroho' and Utpal Dutta's 'Tiner Talwar' have got the plots of conflicts in political ideology.

Some western plays were translated into Bengali and were successfully staged to perform. Rudraprasad Sengupta composed 'Sahi Sambad', 'Football' following Western plays.

Later 'Absurd Drama' of America and France influenced Bengali play wrights. Mohit Chattopadhyay's 'Bhirer Darajay', Badal Sirkar's 'Ebong Indrajit', are mentionable as Absurd Drama. Besides Gananatya Sangha, Little Theatre, Group-Theatre, Bahurapi, Nandikar have glorified the world of drama.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 549 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

At present the subject matter, direction, acting, decoration, lighting, sound system have been modernised to promote closer inter action between the actors and the audience. Post-independence Bengali drama has gradual advancement through experience and experiment to achieve excellence.

Discussion

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমকালীন জীবনচিত্র সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি যেমন সমসাময়িক সমাজ জীবনের ছবি তুলে ধরা হয় তেমনি নাটক-নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। নাটক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালোবাসা, জীবনদৃষ্টির বাস্তব রূপায়ণ যুগ চেতনার মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। নাটক দৃশ্য-শ্রাব্য। তাই তার আবেদন মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য।

বাংলা নাটক প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক অনুবাদের মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম থেকেই বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে বাংলা নাটকে এল পরিবর্তন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালির জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা এক সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হল। বাঙালি জীবন হল বিপর্যস্ত। সেই জীবনকে নাট্য মঞ্চে তুলে ধরার দায়িত্ব নিলেন বিভিন্ন নাট্যকার।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল নাটক। এর জন্য সৃষ্টি হল গণনাট্য আন্দোলন, পরে হল নবনাট্য আন্দোলন। বহু নাট্যকার নাটক রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

স্বাধীনোত্তরকালেই বাংলা নাটকের পালাবদল ঘটেছিল। বিষয়বস্তু নির্বাচন, আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এল অভিনবত্ব। নাটকে এই মৌলিক পরিবর্তন এক আন্দোলন রূপে দেখা দিল। সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নাট্যকাররা যেমন আগ্রহী হয়ে উঠলেন তেমনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েও নাটক রচনা করলেন। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়, বাদল সরকার, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, মনোজ মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে নাটকে নতুন রীতির প্রবর্তন হল।

নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র নিপুণভাবে নূতন ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে - বাদল সরকারের ‘পাগলা ঘোড়া’ (১৯৬৭), দিগিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মোকাবিলা’ (১৯৪৯), ‘বাস্তুভিটা’, ‘অন্তরঙ্গ’, তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’(১৯৫৩), ‘উলুখাগড়া’, ‘পথিক’, সলিল সেন-এর ‘নতুন ইহুদি’ (১৯৫৩), তরুণ রায়-এর ‘রূপোলী চাঁদ’ (১৯৫৮), ‘একমুঠি আকাশ’ ইত্যাদি নাটকে।

মানুষের জীবন সমস্যার তীব্র সঙ্কটময় রূপ ও সমস্যাজনিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের ‘জীবনটাই নাটক’ (১৯৫৩)-এ এক অনির্বচনীয় শিল্পমূল্য লাভ করেছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনকে ভিত্তি করে বিষয়বস্তুর নাট্যরূপ দিয়েছেন। স্বাধীনোত্তর যুগে নারী ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সমাজে ও সংসারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই নাটক সেই বার্তাই বহন করছে।

‘পাগলা ঘোড়া’ (১৯৬৭) নাটকে রয়েছে সাংকেতিকতা। পাগলা ঘোড়া হল প্রদীপ্ত প্রেমের প্রতীক। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে এই পাগলা ঘোড়ার জন্য থাকে আকাঙ্ক্ষা ও গভীর প্রত্যাশা। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা রূপায়ণে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত হয়। প্রেম যখন মানুষের জীবনে আসে তখন অনেকেই তাকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে দেয়। সেই প্রেম যখন দূরে চলে যায় তখন মানুষ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। প্রকাশিত হয় নিজের অক্ষমতা। সেই সঙ্গে ভিড় করে একরাশ হতাশা। কার্তিক, হিমাদ্রি, শশী ও সাতু একে অপরের কাছে তাদের জীবনে অবহেলা ও অবজ্ঞায় হারিয়ে ফেলা প্রেমের কথা ব্যক্ত করেছে।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ নাটকের বিষয়বস্তু দেশভাগের বিপর্যয়। নায়ক মহেন্দ্রের জীবন বিপর্যস্ত। পূর্ব পাকিস্তানে তার বাস্তুভিটা ও পাঠশালাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু মুসলমান বন্ধু তাকে সাহায্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 549 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করেছে। কিন্তু ধর্মের জন্য সে বাধ্য হল দেশ ত্যাগ করতে। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সে বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রংপুরের গ্রাম্য কৃষক সমাজের জীবন কাহিনি অবলম্বন করে রচিত নাটক 'ছেঁড়া তার' (১৯৫৩)। মুসলিম সমাজের তালাক সমস্যার বিষয়টিও নাটকে উত্থাপন করেছেন। যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারীকে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ি পটভূমি রূপে ব্যবহার করেছেন। তিনি সামগ্রিকভাবে জীবনকে নূতনভাবে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। নির্ভয়ে, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে শোষিত মানব সমাজকে এগিয়ে চলার সাহস যুগিয়েছেন। নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন।

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির পথে মানুষের জীবনে যে সমস্ত নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে তার জন্য শুধুমাত্র যুদ্ধ, মন্বন্তর অভিযুক্ত নয়, শোষণ মূলক মানবিক প্রবৃত্তিকেই দায়ী করেছেন নাট্যকার। একদিকে সুদখোর ধনোন্মত্ত মহাজনদের আগ্রাসী ধনলিপ্সা অন্যদিকে প্রবঞ্চিত অর্ধভুক্ত কৃষক, মজুর, শ্রমিকের প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই নাটকের মুখ্য বিষয়। মহাজন হাকিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে রহিমুদ্দি, গোবিন্দ, শ্রীমন্ত অভাবী মানুষরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। শ্রীমন্তর সংলাপ -

> "ভালয় ভালয় আইজে রহিমুদ্দির সব ঠিকঠাক করি দ্যাও নিজে দাঁড়েয়া থাকিয়া। না কইল্যে তোকে জিয়ন্তে কবর দ্যাওয়া হইবে।"[১]

দুর্ভিক্ষের কঠিন সময়ে ফুলজানের মমতা আত্মত্যাগএবং শ্রীমন্তর বন্ধুত্ব নাটকে অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

সলিল সেন এর প্রথম নাটক 'নতুন ইহুদী'। দেশ বিভাগের জন্য সর্বহারা ছিন্নমূল মানুষদের জীবনের করুণ কাহিনি নিয়ে এই নাটক। এই নাটকে শিক্ষক মনোমোহন চাকরি হারিয়ে, ভিটেমাটি বিক্রি করে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে এই বঙ্গে সপরিবারে চলে আসে। নাগরিক সমাজের কুৎসিত রূপ এবং সর্বহারার প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই - এই বৈপরীত্যসূচক দ্বন্দ্বের ছবি এই নাটকে ফুটে উঠেছে। ঋত্বিক ঘটক পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারাদের জীবনসমস্যা নিয়ে 'দলিল' নাটক রচনা করেছেন। বাংলা ভাগ হয়ে গেলেও মানুষকে কখনো ভাগ করা যায় না সেকথাই নাটকে উপস্থাপন করেছেন।

জীবন বোধের সমস্যাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে তুলে ধরলেন। উৎপল দত্তের 'মৃত্যুর অতীত' (১৩৭৩), সৌরীন সেনের 'সূর্যহারা' প্রভৃতি নাটক অন্যতম। জীবনবোধের সমস্যার পাশাপাশি বর্তমান জীবন জিজ্ঞাসাকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র নাটকে স্থান দিয়েছেন।

রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে রচিত নাটকগুলির মধ্যে মন্মথ রায়ের 'অমৃত অতীত' (১৯৬০), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৯৫৮), উৎপল দত্তর 'কল্লোল' (১৯৬৫), 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলার সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের অদম্য তেজ শক্তি সাহস এবং দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার কঠিন সংকল্প এবং মৃত্যু বরণের নির্ভীকতার এক মহান আদর্শ 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১) নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। ইংরেজ রাজত্বের সময় যুদ্ধজাহাজ 'খাইবার' এবং ১৯৪৬ এর নৌবিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে 'কল্লোল' (১৯৬৫) নাটক রচিত। এছাড়া উৎপল দত্ত-এর 'ব্যারিকেড-দুঃস্বপ্নের নগরী-এবার রাজার পালা' রাজনৈতিক 'ত্রয়ী' নাটক রূপে চিহ্নিত।

স্বাধীনতা উত্তরকালে পঞ্চাশের দশকে বাংলা থিয়েটারের নতুন আঙ্গিক গ্রুপ থিয়েটার। ভারতীয় গণনাট্য থেকেই বেরিয়ে এসে একদল নাট্যকার জন্ম দেন গ্রুপ থিয়েটারের। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদারনৈতিক যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের বিনোদনের জন্যই সৃষ্টি এই গ্রুপ থিয়েটার। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্যকার সৎ সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

ষাটের দশকে মনোজ মিত্র 'নীলকণ্ঠের বিষ' (১৯৬৫), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৭) ইত্যাদি মৌলিক নাটক রচনা করেছেন। আত্মানুসন্ধানের আলোকে সমকালীন সমাজভাবনাকে উপস্থাপিত করেছেন। একটি সাধের বাগানকে কেন্দ্র করে ধনী ও লোভী নকড়ি দত্তের বিরুদ্ধে গরীব ও অসহায় বাঞ্ছারামের প্রতিবাদ নিয়েই 'সাজানো বাগান' নাটকটি রচিত।

সত্তর দশকে শহরাঞ্চলে, মফঃস্বলে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের চর্চা চলছিল। শহরাঞ্চলে নাটক অভিনয়ের জন্য সৃষ্টি হল থিয়েটার। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই ছিল এর দর্শক। গ্রামাঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে এর যোগ ছিল না। থিয়েটারের সঙ্গে জন সাধারণের সংযোগ স্থাপনের ভাবনা নাট্যকার বাদল সরকারকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এর ফলে সৃষ্টি হল 'থার্ড

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 549 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থিয়েটার'। বাদল সরকার 'থার্ড থিয়াটার' এর জন্মদাতা। প্রতিষ্ঠান বিরোধী নাটক রচনা এবং মঞ্চের বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথম কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি চেয়েছিলেন জন জাগরণ বা গণচেতনার উন্মেষ। অর্থের বিনিময় ছাড়াই থার্ড থিয়েটারকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। বাসে, ট্রেনে, সাইকেলে, মাঠে-ময়দানে অভিনয় করে ঘুচে গেল দর্শক ও অভিনেতার মধ্যেকার দূরত্ব।

আমেরিকা ও ফরাসি নাট্য আন্দোলনের প্রভাবে রচিত হল অ্যাবসার্ড ড্রামা বা উদ্ভট নাটক। 'অ্যাবসার্ড' কথার অর্থ হল উদ্ভট, হাস্যকর, অযৌক্তিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নাটকের কাহিনিতে মানুষকে দেখা হয় এক নির্বান্ধব, বিচ্ছিন্ন, উদ্দেশ্যহীন বিপন্ন জীব হিসাবে। থাকে অবক্ষয় ও শূন্যতা। আপাতদৃষ্টিতে নাটকে কোনপ্রকার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু নাটকের গভীরে অন্তর্নিহিত থাকে জীবনসত্য। এক্ষেত্রে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাইরের দরজায়' (১৯৭৬), বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫), 'বাকি ইতিহাস'; বার্ণিক রায়-এর 'সময়ের ভিড়' (১৯৬৪) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অ্যাবসার্ড নাটক।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বেকারত্ব, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং নৈতিক বিপর্যয় সবকিছুর সমাবেশে গড়ে উঠেছে এক শূন্যময় জগৎ। যুগজীবনের নৈরাশ্য ও আত্মদহন, অচলায়তন সংস্কার, অহংকার ও অধিকারবোধের সংঘাত নাট্যকার তুলে ধরেছেন। নাটকটির চরিত্রেরা অমল, কমল, বিমল, নির্মল, মানসী, মাসিমা যেন সকলেই একই পরিবেশের একই ঘটনাচক্রের বিভিন্ন ব্যক্তির স্বরূপ। উদ্দেশ্যহীন ভাবে শূন্য পরিণামের দিকে এগিয়ে চলা - নাটকটিকে গতিশীল করেছে। ব্যক্তিসত্তার লোপ ও সমাজযন্ত্রের তুচ্ছ অংশমাত্র হয়ে ওঠাকে না মানতে পেরে নির্মল নাম নিয়ে ইন্দ্রজিৎ নিজেকে গোপন করেছে। তাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলাতে পারে না। সামাজিক সত্তার আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকে ব্যক্তিসত্তা – নির্মলের আড়ালে ইন্দ্রজিৎ অর্থহীন জীবনযাপন করে আর মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে।

'বাকি ইতিহাস' নাটকে নাট্যকার ইবসেনীয় নাট্যকলার যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। তিন অঙ্কের নাটক। শরদিন্দু ও বাসন্তী সুখী দম্পতি। তারা সংবাদপত্র থেকে সীতানাথের আত্মহননের ঘটনা জানতে পারে। সীতানাথের আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনে নিজস্ব ভাবনায় সীতানাথ ও কণা দম্পতিকে কল্পনা করে দুটি গল্প লেখেন। গল্প বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাদের নিজস্ব মানসিকতাকে ব্যখ্যা করেছেন। গল্পের পরিণতিতে মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে হয়। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসাবোধ শরদিন্দুর মনকে আলোড়িত করে। বাঁচার অর্থ খুঁজতে গিয়ে শরদিন্দু মৃত্যুর স্বাদ নিতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সহকর্মী বাসুদেবের কাছ থেকে পাওয়া পদোন্নতির সংবাদ শরদিন্দুকে আত্মহননের পথ থেকে বিরত করেছে। সে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পেয়েছে।

হত্যা, দাঙ্গা, যুদ্ধ, ধ্বংস, শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাসের বাইরেও থাকে বাকি ইতিহাস যেখানে মানুষের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন। শরদিন্দুর চেতনায় বাকি ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায় গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল। এই চেতনার জগৎ থেকে কোনদিন তার মুক্তি ঘটবে কি না - এমনই অমীমাংসিত উপসংহার এবং সংশয় নিয়ে নাটকের যবনিকা পতন হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ইবসেনীয়।

বিদেশি নাটক বাংলায় অনুবাদ করে নাট্যকাররা মঞ্চস্থ করেছেন। অনুবাদমূলক নাটকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর অনূদিত নাটকগুলির মধ্যে স্ট্রীণ্ডবার্গের 'ফোরটিন এরিক' অবলম্বনে 'শাহী সংবাদ' (১৯৭৪), পিটার টারসন-এর 'জিগার জ্যাগার' এর কাহিনি অবলম্বনে 'ফুটবল' (১৯৭৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পিরানদেল্লোর 'সিক্স্থ ক্যারেকটরস ইন সার্চ অফ অ্যান অনার' অবলম্বনে লেখা 'দুটি চরিত্র' (১৯৬১) জনপ্রিয় নাটক। নাটকটি বাস্তবতা-পরাবাস্তবতার আলো-আধাঁরে বিন্যস্ত। মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মসমীক্ষার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। চেকভের 'সোয়ান সঙ' অবলম্বনে 'নানা রঙের দিন' (১৯৬১), ব্রেখট-এর 'তিন পয়সার পালা' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। জাতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধান করেছেন নাট্যকার। দেশের রীতি-নীতি, সংস্কৃতির পাশাপাশি বিদেশের ভূমি থেকে নাট্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বিদেশীয় অনুষঙ্গকে নিখুঁত ভাবে প্রয়োগ করে জীবন্ত ও দেশীয় করে তুলেছেন। বিদেশী নাটকগুলির রূপান্তর ও বঙ্গীকরণ দেশের প্রেক্ষাপটে এবং মানুষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 549 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিংশ শতাব্দীর শেষে অনুবাদমূলক নাটকের ধারা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে রেখেছিল। বিদেশী নাটককে সহজ, সরল স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করে নিজস্ব ভাবনা ও রসে সম্পৃক্ত করে নূতন আঙ্গিকে পরিবেশন করলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। এর ফলে নাট্যমঞ্চে নাটক গতিময় হয়ে উঠল।

স্বাধীনত্তোর যুগে নির্বাচনী প্রচার ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে দুই দশক ধরে বহু নাটিকা রচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি রচিত হল পোষ্টার নাটক।

> "পোষ্টারে যেমন খুব অল্প কয়েকটি শব্দের দ্বারা কোনও বক্তব্য প্রকাশ করা হয় এবং শব্দ নির্বাচনের ওপরে পোষ্টারের সার্থকতা নির্ভর করে 'পোষ্টার নাটক' বা 'প্রচার নাটিকা'ও তেমনি, খুব অল্প চরিত্র এবং নাম মাত্র উপকরণ নিয়ে বক্তব্যকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করার মতো নাটিকা রচনা করা হয়।"[২]

সমসাময়িক ঘটনা নিয়েই পোষ্টার নাটকগুলি লেখা হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত - এর হাত থেকে সৃষ্টি হল পোস্টার নাটক 'স্পেশাল ট্রেন'। হিন্দমোটর কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করছিল। শ্রমিকদের শায়েস্তা করার জন্য কারখানার মালিকরা সরকারকে অনুরোধ করে। রেল কোম্পানী নিয়ম কানুন অমান্য করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় স্পেশাল ট্রেনে পুলিশ পাঠায়। ধর্মঘটরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের অত্যাচার নিয়ে নাটকটি রচিত। শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায় খাদ্য আন্দোলন নিয়ে 'মিছিল' পোষ্টার নাটক রচনা করেন।

শুধু বিষয়ের দিক দিয়ে নয় আঙ্গিকগত দিক দিয়ে নাট্যধারায় পরিবর্তন এসেছে। পঞ্চাঙ্ক নাটকের বদলে এল একাঙ্ক নাটক। একাঙ্ক নাটক রচনার সূত্রেই মনোজ মিত্রের নাট্যজগতে প্রবেশ। নাট্যজগতে তাঁর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে 'মৃত্যুর চোখে জল', 'অশ্বত্থামা', 'পাখির চোখ', 'টাপুর টুপুর', 'কাকচরিত্র', 'শিবের অসাধ্য', 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বৃদ্ধ বঙ্কিমের বাঁচবার অদম্য ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৯) নাটকটি রচিত। এখানে বৃদ্ধ বঙ্কিমের জীবন অবহেলিত। সংসারে সে অবাঞ্ছিত, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য তার অদম্য ইচ্ছা। তাঁর নাতি মরণাপন্ন। তবু নাতির প্রতি তার কোনো টান নেই। বাড়ির ছোট ছেলেটি মারা যায়। নাটকটি শেষ হয় বঙ্কিমের স্ত্রী নীহার-এর সংলাপের মধ্য দিয়ে –

> "পারবে, কেঁদে তুমি জানিয়ে দাও ওদের, আমরা দুজনে এ ঘরে এখনো বাঁচে আছি।"[৩]

নতুনের কাছে পুরাতনের দাবী সরে যায়-এই বার্তা নাটকটি বহন করছে।

অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের সুখ-দুঃখ,সমস্যার সঙ্গে নাট্যকার মধ্যবিত্ত বাঙালিদের পরিচয় ঘটান। এমনকি চরিত্রের দর্পণে দর্শক মহল নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেন। এভাবেই আত্মসুখী মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শক মনোজ মিত্রের নাটকের সাথে পরিচিত হন। মানব মনের বিকাশ, মার্জিত ও সূক্ষ্ম সংলাপে জীবনসত্যের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলিতে। তাঁর নাটকগুলি হয়েছে হৃদয়স্পর্শী।

রঙ্গমঞ্চের নানা কলা কৌশল, দৃশ্য সজ্জা ও আলোক সম্পাতের আধুনিকীকরণের প্রয়াস দেখা গেছে। মঞ্চে পরিবেশ সৃষ্টি, অভিনেতার ভাবাবেগ ফুটিয়ে তোলার জন্য আলোকসম্পাত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

গণনাট্য সঙ্ঘের পাশাপাশি লিটল থিয়েটার, গ্রুপ থিয়েটার, বহুরূপী, নান্দীকার, শৌভনিক ইত্যাদি প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী নাট্য জগতের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সাম্প্রতিককালে নাট্যজগতে এক উল্লেখযোগ্য নাম ব্রাত্যব্রত বসু। রাজনৈতিক মতাদর্শের পাশাপাশি তিনি নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, নির্দেশক। তাঁর লেখনীর স্পর্শে বাংলা নাটকের ধারায় ঘটেছে পরিবর্তন। স্বপ্ন ও বাস্তব, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, সঙ্গীত ও জীবনের বন্ধন, সময় ও সভ্যতা, বিপ্লব ও প্রেমের দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক উদ্ভট কল্পনা, মূল্যবোধহীনতা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর মঞ্চসফল নাটকগুলি দর্শকদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। প্রতিটি নাটক জনসাধারণের জন্য কোনো না কোনো নতুন বার্তা বহন করে। নাটকগুলির মধ্য দিয়ে সময়ের প্রবহমানতা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। এর ফলে তাঁর নাটকগুলি হয়েছে প্রাণবন্ত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 549 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'অশালীন' নাটক দিয়ে ব্রাত্য বসুর নাট্যজীবন শুরু। নিজস্ব ভাষাশৈলি প্রয়োগে নাটকটি অন্য মাত্রা লাভ করেছে। তাঁর হাত থেকে সৃষ্টি হয়েছে একের পর এক মঞ্চসফল নাটক-'রুদ্ধসঙ্গীত', 'অরণ্যদেব', 'সতেরোই জুলাই', 'সিনেমার মতো', 'কৃষ্ণগহ্বর', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', 'ভাইরাস এম' ইত্যাদি। তাঁর নাট্যরচনা, অভিনয় ও পরিচালনা তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে।

তিনি 'কালিন্দী ব্রাত্যজন' নাট্যদল তৈরি করেছেন। তাদের প্রযোজনায় 'রুদ্ধসঙ্গীত' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ। নাটকটির সময়কাল ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৯ হলেও নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে ২০০৯ সালে। প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনকাহিনি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, শৈল্পিক প্রতিষ্ঠান, সমকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও গণমাধ্যমের সঙ্গে শিল্পীর লড়াই ও টানাপোড়েন, শিল্পীর ধীরে ধীরে একা হয়ে যাওয়ার কাহিনিই 'রুদ্ধসঙ্গীত' নাটকের মূল বিষয়। নাট্যকার রাজনৈতিক পটভূমিকে গুরুত্ব দিলেও সমকালীন সমাজের বাস্তব রূপ নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন।

নাট্যকার ব্রাত্য বসুর মতে 'রুদ্ধ সংগীত' কোনো ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিত নয়, সময়রূপ সাগরের পুনরাবৃত্তি। যে সমাজ মানুষকে ব্রাত্য করে অবজ্ঞার সাগরে নিক্ষেপ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা বহন করে 'রুদ্ধসঙ্গীত'। শিল্পী জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধ্বে। দেশকালের সীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয় শিল্পীর শিল্পসত্তা। দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। তাঁর শিল্পসত্তার সৌরভে আপামর জনসাধারণের হৃদয় সুরভিত। তাই ব্রাত্য বসুর 'রুদ্ধসঙ্গীত' শিল্পীর প্রতি সশ্রদ্ধ নিবেদন।

রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন 'নাটকে লোকশিক্ষা হয়'। লোকশিক্ষার প্রসারে সমাজের মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পথে, সভায় পথ নাটিকার আয়োজন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক পর্বের নাটকে নূতন নূতন শিল্প আঙ্গিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিভাস চক্রবর্তীর 'শৃম্বন্ত কমরেডস', রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর-'মাধবী', কৌশিক সেন-এর 'দুশমন নং ওয়ান', ব্রাত্য বসুর – '১৭ জুলাই', কৌশিক কর - 'নাটক ফাটক' ইত্যাদি নাটক জনমানসে গভীর সাড়া ফেলেছে।

ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু নাট্যদল নাট্য পরিবেশনায় উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। এক্ষেত্রে ইউনিটি মালঞ্চ (হালিশহর), ইলোরা (বোলপুর), ক্রান্তিকাল (সোদপুর), যুগের যাত্রী (চন্দননগর) ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বলাবাহুল্য ব্রীহি যুগাগ্নি (বহরমপুর), চেনা আধুলি (হালিশহর), পথমেলা (কাঁচরাপাড়া), প্রয়াস ইত্যাদি নাট্যদলগুলি পথ নাটকের চর্চাকে জনমুখী করেছে।

বর্তমানে নাটকের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সাথে সাথে অভিনয়, নির্দেশনা, রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জা, নেপথ্য সঙ্গীত, আলোক সম্পাত, শব্দক্ষেপণ - সমস্তক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণ ঘটেছে। শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে নাটক আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। বাংলা নাটক সমাজ ও জীবনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনোত্তর যুগে পরিবর্তনশীল সমাজ, গতিশীল মানব জীবন ও যুগ চেতনার উপযোগী নাট্য রচনার মধ্য দিয়ে বাংলার নাট্যধারার প্রবহমানতা হয়েছে কালোত্তীর্ণ।

Reference:

১. চন্দ্র দীপক, 'তুলসী লাহিড়ী', (দশম পরিচ্ছেদ) 'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা', সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২, পৃ. ২৯৬
২. গোস্বামী প্রভাত কুমার, 'উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক', সংস্কৃতি পরিষদ, কলকাতা-৪৬, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৮২, পৃ. ২২৪
৩. মিত্র মনোজ, 'মৃত্যুর চোখে জল', 'নাটক সমগ্র', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃ. ৩৫৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 68
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 549 - 555
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

গোস্বামী প্রভাত কুমার, 'উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক', সংস্কৃতি পরিষদ, কলকাতা-৪৬, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৮২

ঘোষ অজিতকুমার, 'নাটকের কথা', সাহিত্যলোক, কলকাতা ৬, ষষ্ঠ সংস্করণ - ২০১৪

চন্দ্র দীপক, 'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা', সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮২

চট্টোপাধ্যায় অরিন্দম, 'বাংলা নাটকে জাতীয় সংহতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর, ২০০৬

চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, 'সাহিত্যের রূপ - রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', রত্নাবলী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৫

চট্টোপাধ্যায় পার্থ, 'বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্যটীকা', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৯

চৌধুরী দর্শন, 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারী - ১৯৯৫

দত্ত উৎপল, 'নাটক সমগ্র', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৬

মিত্র মনোজ, 'নাটক সমগ্র', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৪

রায় চৌধুরী বিভাস, 'নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ - ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

পত্র-পত্রিকা :

'কৃত্তিবাস' মাসিক পত্রিকা, বীজেশ সাহা সম্পাদক, কলকাতা, প্রকাশকাল জুন, ২০১৯

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা (দশম সংখ্যা), সম্পাদনা নৃপেন্দ্র সাহা ও চন্দন সেন, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা-২০, প্রকাশকাল ২৬ শে সেপ্টেম্বর - ২০০৪

নাট্যব্রতী (উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা), সলিল রায়, উদয়ন পুরুলিয়া প্রকাশনা, পুরুলিয়া, প্রকাশকাল - ২০২০